

যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তাঃ নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া ।

জ্ঞানং কৰ্ম চ ভক্তিঞ্চ নোপায়োহন্যোহস্তি কুত্রচিৎ ॥

হে উদ্ধব ! শাস্ত্রযোনি আমি মানবমাত্রের মুক্তি, ত্রিবর্ণ ও প্রেম নামক মঙ্গলপ্রাপ্তির উপায়রূপে জ্ঞান, কৰ্ম ও ভক্তি—এই তিনটি সাধনের কথা বলিয়াছি। কোনও শাস্ত্রে এই তিনটি ভিন্ন পূর্বোক্ত তিনটি মঙ্গলপ্রাপ্তির অন্য কোন উপায় অর্থাৎ সাধন নাই। এখানে কৰ্মকে পৃথকরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে বলিয়া ভক্তি ক্রিয়ারূপা হইলেও কৰ্ম হইতে তাহার যে পার্থক্য আছে, তাহা সুস্পষ্টরূপেই বুঝান হইয়াছে। সেই তিনটি সাধনে অধিকারীহেতু দুইটি শ্লোকে উল্লেখ করিতেছেন, অর্থাৎ যে সকল গুণ থাকিলে যে সাধনে অধিকারী হইতে পারে, তাহাই ১১।২০।৭—৮ শ্লোকে বর্ণনা করিতেছেন।

নির্বিবল্লানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কৰ্মসু ।

তেষানির্বিবল্লচিত্তানাং কৰ্মযোগশ্চ কামিনাং ॥

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্ত যঃ পুমান্ ।

ন নির্বিবলো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোহস্ত সিদ্ধিদঃ ॥ ১৭১ ॥

ইহ এবাং মধ্যে নির্বিবলানাং ঐহিকপারলৌকিক-বিষয়প্রতিষ্ঠাস্থেষু বিরক্তচিত্তানাং অতএব তৎসাধনভূতেষু লৌকিকবৈদিককৰ্মসু ন্যাসিনাং তানি ত্যক্তবতামিত্যর্থঃ। পদদ্বয়েন দৃঢ়জাত মুমুক্শুণামিত্যভিপ্রেতম্। তেষাং জ্ঞানযোগঃ সিদ্ধিদঃ ইত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। কামিনাং তত্তৎস্থেষু রাগিনাং অতএব তেষু সাধনভূতেষু কৰ্মসু অনির্বিবলচিত্তানাং তানি তত্তমসমর্থানাং কৰ্মযোগঃ সিদ্ধিদঃ তৎসঙ্কল্পানুরূপফলদঃ। অথ তে বৈ বিদমন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়ামিত্যাদৌ তিথ্যগ্জনা অপীত্যনেন ভক্ত্যাধিকারে কৰ্মাদিবজ্জাত্যাদিকৃতনিয়মাতিক্রমাৎ শ্রদ্ধামাত্রং হেতুরিত্যাহ যদৃচ্ছয়েতি। যদৃচ্ছয়া কেনাপি পরমস্বতন্ত্রভগবন্ত্তসঙ্গতৎকপাজাতমঙ্গলোদয়েন। যদৃচ্ছা, শুশ্রূষাঃ শ্রদ্ধাশ্রদ্ধান্তেত্যাদি। তদেতৎ পতং স্বয়মেবাগ্রে ব্যাখ্যান্তে দ্বাভ্যাম্—জাতশ্রদ্ধো মৎকথাস্থ নির্বিবলঃ সৰ্বকৰ্মসু। বেদ হুংখ্যকান্ কামান্ পরিত্যাগেহপ্যনৌশ্বরঃ। ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ। জুষ্মানশ্চ তান্ কামান্ হুংখোদকীংশ্চ গর্হয়ম্ ॥ ১৭২ ॥

এই উক্ত সাধনের মধ্যে যাহার ঐহিক-পারলৌকিক-বিষয়প্রতিষ্ঠা স্থখে বিরক্তচিত্ত, অতএব পূর্বোক্ত সেই সুখপ্রাপ্তির সাধনরূপ লৌকিক ও বৈদিক কৰ্মত্যাগী সেইসকল সাধকগণের জ্ঞানযোগ সিদ্ধিপ্রদ অর্থাৎ নিরুপাধি জ্ঞান-সাধনের মুখ্যফল মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। এখানে ‘নির্বিবল্ল’ ও ‘ন্যাসী’ এই দুইটি পদ উল্লেখ থাকায় মুক্তির ইচ্ছা যাহাদের হৃদয়ে দৃঢ়রূপে জন্মিয়াছে, তাহাদের পক্ষেই জ্ঞানযোগ সিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে। আর যাহাদের সেই